

যিশুর ঔরসে অলৌকিক শিশু

Bsj "vU eU"v bvi"t i Atj SñKK MFñvi Y I
mšwb Rb\$ v\$bi NUbv wbtq tZvj cvo
Pj tQ| cv"i wMj evfU\$ `we, Zvi f"vqvq
whi i Ji tm Rb\$ wbt"Q Gme
Atj SñKK wki | tcQtb AvtQ Rvwj qmZi
Kwnbx... wj tLQb হাসান মূর্তাজা



ডিম কিংবা পানিপড়া খেয়ে বক্ষ্যা নারীর গর্ভধারণের কাহিনী আমাদের দেশে অহরহ শোনা যায়। ডিমপড়া দিয়ে অনেক 'পীর' লাইমলাইটেও এসেছেন। এই কুসংস্কারে ভক্তি করার মতো লোকের অভাবও বাংলাদেশে নেই। এতকাল আমরা বিশ্বাস করতাম, এ ধরনের ঘটনা শুধু সব সম্ভবের দেশ বাংলাদেশেই সম্ভব। দুনিয়ার অন্য কোথাও নয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, আমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। আরো একটি দেশ রয়েছে যেখানে 'পীরের দোয়ায়' সন্তান ধারণের আজগুবি অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করার মতো লোকের অভাব নেই। দেশটির নাম ইংল্যান্ড।

চমকে উঠলেন? পীরের তুকতাকের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক দেশ ইংল্যান্ডকে মেলানো আসলেই কঠিন। কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় রূপকথাকেও হার মানায়। ঠিক তাই ঘটছে ইংল্যান্ডে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠী ইভানজেলিকাল চার্চের নেতা আর্চবিশপ গিলবার্ট দেয়ার দাবি, তার 'দোয়ার' বরকতে ব্রিটেনের অসংখ্য বক্ষ্যা ও গর্ভধারণে অক্ষম নারী মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণ করতে পারছে।



আর্চ বিশপ গিলবার্ট দেয়া। উপরে মিরাকল শিশুদের একজন

গিলবার্টের দোয়ার বরকত এমনই যে, একজন নারী গত তিন বছরে ১৩ জন সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এদের বলা হচ্ছে 'মিরাকল বেবি' বা অলৌকিক শিশু।

'মিরাকল বেবি'র ব্যাপারটি ব্রিটেনে সম্প্রতি আলোচনার ঝড় তুলেছে। যদিও অনেক সন্তানহীন দম্পতি স্বীকার করেছে গিলবার্ট দেয়ার চার্চের সাহায্যে তারা সন্তান লাভ করেছে। কিন্তু এই অলৌকিক সন্তান জন্ম দেয়ার পুরো পদ্ধতিটি এতোটাই সন্দেহজনক যে, বিভিন্ন মহল এতে অন্য কিছুই গন্ধ পাচ্ছেন।

যাজক গিলবার্টের মতে, বক্ষ্যাত্ম কিংবা বয়সের কারণে সন্তান ধারণে অক্ষম নারীদের জন্য তিনি বিশেষভাবে দোয়া করেন। এজন্য তিনি জিন হাজির করেন এবং এরপর সেই নারী গর্ভধারণ করেন। গর্ভধারণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেই নারীকে পাঠিয়ে দেয়া

হয় কেনিয়ায়। নাইরোবির বস্তির অন্ধগুলির আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা 'মেটর্নিক ক্লিনিকে' অতঃপর সন্তান প্রসব করেন প্রসূতি। উল্লেখ্য, অলৌকিক সন্তান জন্ম দেয়ার জন্য ব্রিটিশ নারীদের কেনিয়া যাওয়া বাধ্যতামূলক।

সম্প্রতি চার্চ অব ইংল্যান্ড এবং রয়েল কলেজের ধাত্রী ও প্রসূতি বিজ্ঞান বিভাগ এই কথাকথিত 'অলৌকিক শিশুদের' ব্যাপারে তদন্তের দাবি জানায়। ব্রিটিশ সরকার কেনিয়াকে চাপ দিলে বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। মিরাকল শিশুদের ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা যায়, কথিত পিতা-মাতার সঙ্গে তাদের ডিএনএর কোনো রকম মিল নেই। টনক নড়ে কেনিয়ান কর্তৃপক্ষের। বোঝা যায়, মিরাকল বেবির নামে শিশু পাচার এবং দণ্ডক নেয়ার এক ব্যবসা চলছে। তদন্তে দেখা যায়, এসব শিশুর নামে যে জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে, তাও জাল।

এ প্রসঙ্গে যাজক গিলবার্টের কথা হচ্ছে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তার কথায়, এই শিশুগুলো যেহেতু ঈশ্বরের, তাই তাদের ডিএনএ না মেলারই কথা। উপরন্তু গিলবার্টের মতে, ডিএনএ কেন মিলল না, সে বিষয়ে

তিনি মোটেই চিন্তিত নন। এটা বের করা চিকিৎসকের কাজ, তার নয়। অন্যদিকে চার্চ অব ইংল্যান্ডের একজন বিশপ ডমিনিক ওয়াকার বলেন, তিনি নিজে অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মিরাকল বেবিদের ডিএনএ একেবারে আলাদা হবে। তিনি এর মধ্যে অপরাধের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন।

আর্চ বিশপ গিলবার্ট দেয়ার ইভানজেলিক গোষ্ঠী ব্রিটেনে ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে। একমাত্র ব্রিটেনেই তাদের সদস্য সংখ্যা ৩৬ হাজার। দক্ষিণ লন্ডনে ১০ লাখ পাউন্ড ব্যয়ে তৈরি করা হচ্ছে নিজস্ব চার্চ। ব্রিটেনে আছে ১৪টি শাখা। এছাড়াও শাখা আছে আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য অংশে। গিলবার্ট নিজে কেনিয়ান বংশোদ্ভূত। তিনি এবং তার স্ত্রী ভালোই জমিয়ে ব্যবসা করছেন ইংল্যান্ডে। তারা দাবি করেন, পাঁচ বছরে

তারা ১৩ জন সন্তানের ‘পিতামাতা’ হয়েছেন। এরা সবাই মিরাকল শিশু। গিলবার্টের মতে, তিনি যখন কোনো সন্তানহীন নারীর জন্য প্রার্থনা করেন, তখন যিশুর ঔরসে সেই নারী সন্তানসম্ভবা হয়। তদন্তের প্রেক্ষিতে গিলবার্টের মন্তব্য, তারা কি অন্ধ নাকি? তারা কিভাবে বলে যে এই নারী গর্ভবতী নয়? আমরা সাক্ষী তারা গর্ভবতী। তারা স্ত্রীত উদর নিয়ে কেনিয়ায় যায় এবং কোলে বাচ্চাসহ শুকনো অবস্থায় ফিরে আসে। পক্ষান্তরে, ধাত্রী ও প্রসূতি বিজ্ঞানবিষয়ক রয়েল কলেজের গবেষকরা অলৌকিকভাবে গর্ভধারী কোনো নারীর গর্ভে জ্ঞেণের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। পাশাপাশি, সন্তান জন্ম দেয়ার পর প্রসূতিও খুব স্পষ্টভাবে



শ্রোয়েডার পিতা হলেন তবে...

জার্মান চ্যাম্পেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার পিতা হয়েছেন। ভয় পাবেন না। গিলবার্ট দেয়ার মতো কোনো ভক্ত পীরের পাল্লায় তিনি পড়েননি। শ্রোয়েডার দম্পতি দত্তক নিয়েছেন ভিস্টোরিয়া নামে তিন বছরের এক শিশুকন্যাকে। দত্তক তারা নিতেই পারেন। কিন্তু আলোচনার কারণ ভিস্টোরিয়া এসেছে রাশিয়া থেকে।

ফ্রেমলিন জানিয়েছে, রাশিয়ার আইন মেনেই ভিস্টোরিয়াকে দত্তক নিয়েছেন জার্মান চ্যাম্পেলর। এমনকি রাশিয়ার কোর্টেও হাজিরা দিয়েছেন শ্রোয়েডারের স্ত্রী ডোরিস শ্রোয়েডার-কফ। তাছাড়া, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ব্যাপারটি জানতেন।

জানতেন না কেবল জার্মানির জনগণ। কেউ জানতো না ভিস্টোরিয়া কবে শ্রোয়েডারের ঘরে এসেছে। প্রতিবেশীরা জানান, তারা সপ্তাহখানেক আগে শ্রোয়েডার-কফকে দেখেন বাগানে একটা বাচ্চাসহ

খেলা করতে। ধারণা করা হচ্ছে, ভিস্টোরিয়াকে আনতে কয়েক সপ্তাহ আগে শ্রোয়েডার পরিবার রাশিয়া যান। ব্যাপারটি এতোই গোপন রাখা হয় যে, রাশিয়া থেকে ফিরতি বিমানে ওঠার আগে প্রেসিডেন্টের বডিগার্ডদের জানানো হয়, ‘শ্রোয়েডারদের সদস্য এখন ৪ জন।’ শ্রোয়েডার সরকারিভাবে সর্বশেষ রাশিয়া যান ৪ জুলাই, ৩০ জন প্রতিনিধি নিয়ে।

ভিস্টোরিয়া শ্রোয়েডার দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান। ৪১ বছর বয়সী সাবেক সাংবাদিক ডোরিস শ্রোয়েডার-কফ শ্রোয়েডারের চতুর্থ স্ত্রী। ডোরিসের আগের ঘরের ১৩ বছর বয়সী ক্লারা নামে আরেকটি মেয়ে আছে। ডোরিস জার্মানির নামকরা শিশু সাহিত্যিক। শিশুদের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে ব্যাপকভাবে জড়িত। এ ছাড়া ‘দ্য চ্যাম্পেলর লিভস ইন দ্য সুইমিং পুল’ নামে কিশোরদের জন্য তার একটি বই আছে যেখানে তরুণদের কাছে তিনি জার্মান রাজনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। ভিস্টোরিয়াকে যেখান থেকে এনেছেন সেই সেন্ট পিটার্সবার্গ এবং ইউরোপের অন্যত্র এতিমদের দাতব্য সংস্থা ‘ফার্স্ট ইউরোপিয়ান ফ্রেন্ডশিপ ট্রাস্টিং’-এর পৃষ্ঠপোষকতাও তিনি করছেন গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে।

রাশিয়ার শিশুদের দত্তক নেয়ার কাজটি ভীষণ জটিল। এসব জটিলতা সারতে ২ বছরের মতো লাগে। এর একটি বড় কারণ এতিমখানার এই শিশুদের অধিকাংশেরই পিতামাতা জীবিত। উল্লেখ্য, এ ধরনের ‘সামাজিক এতিম’সহ রাশিয়ার মোট এতিম সংখ্যা ১ লাখ ৮৪ হাজার।

মোস্তফা রাশেদ



চার্চ বিশপ গিলবার্ট দেয়ার ওয়েব সাইট



চার্চ অব ইংল্যান্ডের পাদ্রী বেঞ্জামিন মেনসাহ্

সন্তান জন্মদানের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারেন না। যদিও তারা বলেন, তাদেরকে বিভিন্নভাবে দেখানো হয়েছে যে, তারা গর্ভবতী।

উল্লেখ্য, অলৌকিক গর্ভধারণের কয়েক সপ্তাহ পরেই অলৌকিক শিশুর ‘জন্ম’ হয়। ১০ মাস ১০ দিন গর্ভধারণের প্রয়োজন হয় না।

সমস্যা হচ্ছে, এসব অলৌকিক সন্তানের পিতামাতারা অধিকাংশই গিলবার্টের অনুসারী



এবং তারা একে ঈশ্বরের কেরামতি হিসেবেই দেখছেন। তবে চার্চ অব ইংল্যান্ডের ভাষা, সন্তানহীন দম্পতি সব সময়ই সন্তানের

আশায় থাকে এবং এজন্য তারা অলৌকিক কিছুরই দ্বারস্থ হয়। গিলবার্ট সেই অবস্থারই সুযোগ নেয়। এগুলো গিলবার্টের শ্রেফ জালিয়াতি। ইউনিসেফ ও কেনিয়ার সরকারকে অলৌকিক শিশুর ব্যাপারে তদন্তের জন্য চাপ দিচ্ছে। শিশু পাচারের অভিযোগ ওঠার পর কেনিয়ার সরকার আরো ১১ জন ‘অলৌকিক শিশু’কে আটক করেছে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য। এদের দেশ ত্যাগের

ওপর নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে। দেখা যাক, এবার গিলবার্ট দেয়ার তুচ্ছতা কোনো কাজে আসে কি না।